শ্রীমদ্ভগবদগীতা

চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ

১ম পর্ব

পাঠ পর্যালোচনা

শম্পা দেবনাথ

সহযোগী অধ্যাপক

দর্শন বিভাগ

শালতোড়া নেতাজি সেন্টেনারি কলেজ

শ্রী ভগবান উবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং
প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্মনবে প্রাহ
মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ।।১

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ।। ২

- হে পরন্তপ অর্জুন! এইভাবে পরম্পরা ক্রমে প্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিগণ জেনেছিলেন; কিন্তু তারপরে এই যোগ দীর্ঘকালের ব্যবধানে পৃথিবী থেকে প্রায় বিনষ্ট হয়েছে।

স এবায়াং মায়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্ত পুরাতনঃ।
ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্।। ৩

- তুমি আমার ভক্ত ও প্রিয় সখা, সেইজন্য এই পুরাতন যোগ আজ আমি তোমাকে বললাম; কারণ এটি অতি উত্তম রহস্য অর্থাৎ গোপনীয় বিষয়।

এই যোগ পরম্পরা প্রাপ্ত

- শ্রী ভগবান বলছেন- এই যে যোগের কথা তোমাকে আমি বলছি , এমন নয় যে এখনই প্রথম আমি কাউকে বলছি। কেননা এই যোগ অব্যয়। এই যোগ সৃষ্টির আদি থেকে চলে আসছে। সৃষ্টির আদি পুরুষ যে বিবস্বান এই যোগতত্ত্ব আমি প্রথমে তাকে শিক্ষা দিই, যা আজ আমি তোমাকে বলছি। এই অব্যয় যোগের কথা আমি বিবস্বানকে বলেছিলাম, বিবস্বান মনুকে বলেছিলেন এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। ভগবান বললেন হে পরন্তপ, ক্ষত্রিয় পরম্পরা প্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিগণ জানতেন। কিন্তু বর্তমান কালক্রমে রজঃ ও তমঃগুণের বৃদ্ধিতে এবং সত্বগুণের হ্রাস হবার ফলে প্রাকৃতিক নিয়মেই তা বিনষ্ট হয়ে গেছে। আর তুমি যেহেতু আমার ভক্ত এবং সখা তাই তোমাকে এই প্রাচীন সনাতন যোগ বললাম। এই যোগ অতি রহস্যময়।

অর্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তোনিতি।। ৪

- অর্জুন বললেন - আপনার জন্ম তো এখন অর্থাৎ এই যুগে হয়েছে আর সূর্যের জন্ম তো বহু পূর্বে অর্থাৎ গল্পের আদিত হয়েছে। তবে আমি কি করে বুঝবো যে, আপনিই কল্পের আদিতে এই যোগের কথা সূর্যকে বলেছিলেন?

শ্রী ভগবানুবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি না ত্বং বেত্থ পরন্তপ।। ৫

- ভগবান বললেন- হে পরন্তপ অর্জুন! আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে; সে সব তুমি জানো না কিন্তু আমি জানি।

অর্জুনের মনে সংশয় ও প্রশ্ন

- অর্জুনের মনে সংশয় জাগছে। তুমি তো আমারই সমসাময়িক! সৃষ্টি তো সেই কবে থেকে শুরু যখন বিবস্বানকে এই যোগ বলা হয়েছিল। আর বিবস্বানের বহু বহু পরেই তুমি জন্মেছো। তাহলে? কিভাবে সম্ভব?
- অর্জুনের প্রশ্ন- 'অপরং ভবতঃ জন্ম' তোমার জন্ম পরে আর বিবস্বানের জন্ম পূর্ববর্তী 'পরং জন্ম বিবস্বতঃ'। তাহলে কেমন করে জানব- 'কথম্ এতৎ বিজানীয়াং'। যে, 'ত্বং আদৌ প্রোক্তবান্ ইতি'- তুমি সৃষ্টির আদিতে বিবস্বানকে বলেছিলেন?

অর্জুনের মনের এই প্রশ্ন এবং সংশয় খুবই যুক্তিযুক্ত। কারণ, অর্জুন এক সাধারণ মানব। তার বুদ্ধি দেশ-কালের দ্বারা সীমিত বুদ্ধি। দেহাত্মবুদ্ধি থেকে এই প্রশ্ন স্বাভাবিক।

- কারণ দেহ ধারণ হয় দেশ ও কালের মধ্যে। এই দেহে জন্ম ও মৃত্যু আছে এবং সে কথা আমরা আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভবের দ্বারাও জানতে পারি। অতএব বিবস্বান বসুদেব পুত্র শ্রীকৃষ্ণের পূর্ববর্তী। তাহলে এ কিভাবে সম্ভব? এখনো পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ঈশ্বরত্বের কথা অর্জুনের কাছে প্রকাশ করেননি। যদিও তার ইঙ্গিত ইতিপূর্বে গীতার তৃতীয় অধ্যায় দিয়েছেন। অর্জুন তা ধরতে পারেননি। অর্জুন তাঁকে শ্রেষ্ঠ মানব রূপে জানলেও তিনি যে সেই নারায়ন এ কথা জানেন না। কিন্তু এই প্রশ্নকে আশ্রয় করেই শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে প্রকট করলেন তার ভগবত্তা। যে, তিনি স্বয়ং সেই অনাদি পুরুষ। যখন সৃষ্টি হয়নি তখনও তিনি ছিলেন। তিনি স্বয়ং সেই অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। আত্মতত্ত্ব।

শ্রী ভগবান বলেছেন

- আমিই প্রজাপতি, প্রাজাপত্য বিবস্বান - সূর্য, সবিতা। প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ রূপে আমিই সৃষ্টির উৎস। আবার এই সৃষ্টির মধ্যে আমিই তো অনুস্যূত। প্রজা রূপে। এই জগতের সকল কর্মই যে আমার থেকে এসেছে শুধু তাই নয়, আবার আমার দ্বারা ব্যাপ্তও। ঈশাবাস্যম্।
- তিনি অর্জুনকে জানিয়েছিলেন এই ত্রিলোকে তার কোন কর্ম নেই। তার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছু নেই। আবার তিনি কর্ম না করলে সকল লোক উৎসন্ন হবে।

কিন্তু এখনও অর্জুন তাঁকে এক যুগন্ধর শ্রেষ্ঠ মানব বলে জানলেও তিনিই যে নারায়ন এ কথা জানেন না।

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলছেন- হে পরন্তপ অর্জুন! আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে; সে সব তুমি জানো না কিন্তু আমি জানি।

‘ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ’, ‘তানি অহং বেদ সর্বাণি’

অর্থাৎ , মায়াধীন হওয়ার ফলে তোমার স্বরূপ বা আত্মজ্ঞান যেখানে মায়ার দ্বারা আবৃত মায়াধীশ হবার ফলে আমার জ্ঞান সেখানে নিত্য অনাবৃত। মায়াধীন হবার ফলে তুমি আত্মবিস্মৃত ও অজ্ঞান। অন্যদিকে মায়াবী/ মায়াধীশ তিনি সজ্ঞান এবং দিব্য। একজনের কর্ম প্রকৃতি বশ অন্যজনের আত্ম বশ। এইবার তিনি উন্মোচন করবেন তাঁর দেহ ধারণের তথা জন্মগ্রহণের রহস্য আর পদ্ধতি প্রকরণ।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।। ৬

- আমি জন্ম রোহিত অবিনাশী স্বরূপ এবং সর্বভুতের ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও নিজ প্রকৃতিকে অধীন করে স্বীয় যোগমায়া দ্বারা প্রকটিত হই।

পরবর্তী পাঠ

‘ প্রকৃতিং স্বাম্ অধিষ্ঠায় সম্ভবাম্ আত্মামায়য়া ’

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ

২য় পর্ব

ধন্যবাদ